দর্শনায় ৩ শ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রানা গ্রেফতার

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল, এ সংবাদ প্রকাশের জেরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ব ঠেকাতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ। মাদক বিরোধী অভিযানে মাঠে নেমেই পেয়েছেন সফলতা।

অভিযানে মাদক পাচারকালে মাদক ব্যাবসায়ীর মোটরসাইকেলের বস্তায় মিললো ৩ শত বোতল ফেনসিডিল। সেই সাথে মাদক উদ্ধারের সাথে মাদক পাচারকাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ওরফে রানা নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে।

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে অভিযান চালিয়ে মাদক ও মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার করা হয় তাকে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই নীতিষ বিশ্বাস, এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস, এস,আই সোহেল রানা, এ,এস,আই বশির আহম্মেদ, এ,এস,আই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দর্শনা- হিজলগাড়ী সড়কের দক্ষিন চাঁদপুর কবরস্থানের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা হতে হিজলগাড়ি অভিমুখগামী একটি মোটরসাইকেলের পথ গতিরোধ করেন। পরে গতিরোধকৃত মোটরসাকেলের চালকের দখলে থাকা একটি বস্তার মধ্যে থেকে ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন পুলিশ।

এসময় পুলিশ মোটরসাইকেলসহ মাদক ব্যাবসায়ী মাসুদুর রহমান ওরফে রানা (২৭) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যাবসায়ী দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মাঝপাড়ার ফজল ইসলাম ও রীনা খাতুন দম্পতির ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবীতে গণসমাবেশ

দর্শনা হল্ট রেলস্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের আপ ও চিত্রা এক্সপ্রেসের ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতি এবং ঢাকা-কলকাতা মৈত্রীএক্সপ্রেসের উভয়মুখী ট্রেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“দর্শনার জন্য আমরা” ও “দর্শনা প্রেসক্লাব” র যৌথ উদ্যোগে গতকাল বেলা ৩ টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ফুলতলা চত্বরে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

“দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আহ্বায়ক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু’র সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেকুজ্জামান, “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের অন্যতম সদস্য রবিউল আলম বাবু, দর্শনা থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম বাকু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হবা জোয়ার্দ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরুল কাইয়ুম প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, দর্শনা রিক্সা-শ্রমিক ইউনিয়ন, আমরা জীবননগরবাসী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ।

দর্শনার বাড়াদী গ্রামে সাপে কামড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্য

দর্শনার কামারপাড়া গ্রামে সাপের কামড়ে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্য হয়েছে।জানাগেছে গত মঙ্গলবার দুপুরে মাঠে ঘাস কাটতে গেলে তার পায়ে সাপে কামড় দেয়।সাথে সাথে বাড়িতে এসে বললে কবিরাজের খবর দেয়।কবিরাজ চিকিৎসা দিয়ে কাজ না হওয়ায় সদর হাসপাতালে নিতে বলে।পরে পরিবারের লোকজন কোন উপায়ন্ত না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের কারিমুল ইসলাম (১৬) রাস্তার ভিতরে মারা যায় বলে কর্তবরত চিকিৎসক জানায়। তাকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে না নিয়ে দুদিন ধরে বাড়িতেই ঝাড়ফুঁক করেন দাদা আব্দুল কাদের। অবস্থার অবনতি হলে বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কারিমুলকে মৃত ঘোষণা করেন।

সে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃঞ্চপুর মদনা ইউনিয়নের বারাদি গ্রামের কামারপাড়ার তরিকুল ইসলামের ছেলে। সে একই গ্রামের কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

মৃত স্কুলছাত্রের মা কুলছুম বেগম বলেন, কারিমুল সোমবার দুপুরে মাঠে খেলাধুলা করছিল। এ সময় বিষধর সাপে তার পায়ে কামড় দেয়। আমরা গরীব মানুষ তাই সাথে সাথে হাসপাতালে নিতে পারিনি। পরে আমার চাচা শ্বশুর আব্দুল কাদের ছেলেকে সুস্থ করে দেবে বলে দু’দিন ধরে বাড়িতেই ঝাড়ফুক করেন। ছেলের পায়ে ক্ষতস্থানে ব্লেড দিয়ে কেটে বিষ বের করার চেষ্টা করেন তিনি।

আজ সকালে ছেলের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে শ্বশুর হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। আমরা সেখান থেকে আরেক কবিরাজের কাছে নেই। তিনিও সদর হাসপাতালে নিতে বলেন। বেলা আড়াইটার দিকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে ডাক্তার ছেলেকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া মা আরিজ বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কারিমুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের ওসি (তদন্ত) এ এস আমানল্লাহ আমান বলেন, সাপের কামড়ে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছি। মূলত সচেতনার অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার দিনই যদি হাসপাতালে নিয়ে যেত, হয়তো বাঁচার সম্ভাবনা ছিল। নিহতের পরিবার অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ইন্তেকাল, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মাঝপাড়ার আয়ু মল্লিকের ছেলে ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ইউনিয়ন আ লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষায়ক সম্পাদক ও বীরমুক্তিযোদ্ধা তমসের আলী (৭৩) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তাকাল করেছেন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ঢাকা জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় (এনজিওগ্রাম করার সময়) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ।

গতকাল রাত ৯ টার সময় লাশ নিয়ে পরিবারের লোকজন ঢাকা থেকে নিজবাড়ির উদ্যেশে রওনা দেন এবং রাত ৩ টার দিকে নিজ গ্রাম জিরাটে পৌঁছায় ।

পরিবারের সদস্যরা জানান, এক মাস আগে স্টোক করে তারপর থেকে তিনি ঢাকা জাতীয় ইন্সটিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে আসছেন দীর্ঘ এক মাস ধরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্ত গত শুক্রবার হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করলে আমরা ঢাকা নিয়ে যায় ডাক্তার কাছে এনজিও করার জন্য বলে এবং এনজিওগ্রাম করার সময় তিনি মারাযায়।মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর

এমপি, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ও দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী পৃথক পৃথক শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদার জিরাট গ্রামের স্কুল মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার দেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগম, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একদল চৌকস পুলিশ সদস্যরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, এছাড়াও তার সহযোদ্ধারা তাকে শেষ শ্রদ্ধাজানান, এসময় উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা দামুড়হুদা উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেন, জামাত আলী, ছাবদার আলী, মশিউর রহমান, নুর ইসরাম, মন্টু, সিরাজুল ইসলাম, ইকলাচ, ফজলুর রহমান ফনা, বিল্লাল হোসেন, আলাউদ্দিন, আশরাফ আলী, আবুল হাসনাত, ফজলু, আব্দুল মোতালেব, আব্দুর সবুর, আব্দুল হান্নান, মাহাত্তাব উদ্দিন, আব্দুর রহিম, আব্দুল খালেক, সরোয়ার হোসেন, এরশাদ আলী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) নিখিল অধিকারী। দামুড়হুদা উপজেলা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফন করা হয়।।

দর্শনা-গেদে সড়ক ও স্থল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত

২৫ জেলার জনগণের ভোগান্তি লাঘব ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবিলম্বে দর্শনা-গেদে সড়ক স্হল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গতকাল শনিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন বন্দর চত্বরে এই গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গন জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নবনির্বাচিত চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা গনউন্নয়ন পাঠাগারের (সিডিএল) পরিচালক কবি আবু সুফিয়ান, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি মাহবুবুর রহমান বাবু,

সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, দর্শনার প্রবীন সাংবাদিক মাহফুজ উদ্দিন খান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু,

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুস্তম আলী, বিশিষ্ট সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান হাবু, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার কুন্ড,দর্শনা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-মোঃ গোলাম ফারুক আরিফ সহ দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ সহ স্থানীয় জনসাধারণ ২০০-২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

কমিউনিটি পুলিশিং এর মৃলমন্ত্র,শান্তি শৃঙ্খলা সর্বত্র এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার উদ্দ্যেগে পুলিশিং ডে ও বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টায় দর্শনা থানা চত্বরে কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির উদ্দ্যেগে র্যালি ও আলোচনা সভা পালিত হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীরের সভাপতিত্বে প্রাধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

তিনি বক্তব্যে বলেন, আমার উপজেলার ভিতরে ২টা থানা প্রত্যক মাসিক মিটিংয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মিটিং হয়। এ মিটিংয়ে আমি বার,বার বলি মাদক আমাদের সমাজের একটি মরন ব্যাধি। মাদক না কমাতে পারলে আগামী প্রজন্ম ধংস হয়ে যাবে।তাই আসুন আমরা সম্বলিত ভাবে মাদক নিমৃল করি। মাদক যারা সেবন করে তারা তার পরিবার ধংস হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে সমাজ,নষ্ট হচ্ছে যুব সমাজ। তাই চলো যাই যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্বে।

এ সময় তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার বাল্য বিবাহ ও ইফটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্ছার, এ সরকার গরীব দুঃখী মা বোনদের জন্য মাতৃগর্ভ ভাতা দিচ্ছে যাতে করে গরীব-অসহায় মানুষ একটু ভালোমন্দ খেয়ে পুষ্ট বাচ্ছা জন্ম দিতে পারে। পরিশেষে তিনি বলেন এ সরকারের উন্নয়ন দেখে জামাত বিএনপি আবারো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে।

দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস,আই আহম্মদ আলী বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,

চুয়াডাঙ্গা সদর বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী হোসেন জোয়াদ্দার, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, দামুড়হুদা সার্কেল ইন্সপেক্টর মারুফ হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমান, ইন্সপেক্টর (অপারেশন) নিখিল চন্দ্র অধিকারী, ১নং ওয়ার্ডের পুলিশিং কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদিন নফে, ৪নং ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ আসলাম আলী তোতা, ২নং ওয়ার্ডের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হাকিম, ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য সচিব সোলায়মান কবীর, ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সরোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর বেগমপুর ইউপি সদস্য কাসেম আলী, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিয় মন্ডল, যুবলীগ নেতা মামুন শাহ, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, আশরাফুল আলম, অপু সরকার, প্রমুখ।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুনতাজের লাশ ৬ দিন পর হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত মুনতাজ আলীর লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কামারপাড়া সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে নিহতর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, গত ৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মুনতাজ হোসেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ্যপন্থায় ভারতে প্রবেশ করে।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে তারা ভারত থেকে মহিষ চুরি করে ফেরার পথে সীমান্তের নিকট পৌছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিএসএফ চোরাকারবারীদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

এসময় চোরাকারবারীরা সকলে পালিয়ে রক্ষাপেলেও বিএসএফ গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুনতাজ আলী (৩৫) সহ একটি মহিষের মৃত্যু হয়।

পরে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারী মুনতাজ আলীর মরদেহ নিয়ে চলে যান। নিহত মুনতাজ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে।

ঘটনার ৬ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার সন্ধার দিকে উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কামারপাড়া গ্রাম ও ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন বিজয় চন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন ভারতীয় মেইন পিলার নং-৮১ এর নিকট দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে নিহত মুনতাজের মরদেহ হস্তান্তর করে বি,এস,এফ।

পরে দর্শনা থানা পুলিশ নিহতর লাশ গ্রহণ শেষে ঘটনাস্থলেই তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর নিখীল চন্দ্র রায়, এস,আই স্বপন কুমার সাহা এবং ভারতের পক্ষে (কৃষ্ণগঞ্জ সার্কেল) ডিএসপি সুভাষ চন্দ্র রায়।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বি এস এফে’র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বি এস এফ’র গুলিতে মুনতাজ আলী (৩৫)নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ বি এস এফ ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বি এস এফ।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মুনতাজ আলী

(৩৫) তার স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েক জন সঙ্গীদের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে আসছিলেন। এসময় রাতের আধারে ৪ টি মহিষ নিয়ে ৮২/৮৩ মেইন পিলালের মধ্যেবর্তী তিন নং সাব পিলারের নিকট পৌছালে ভারতীয় বি এস এফ চোরাচালানীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ৭/৮ রাউস্ড গুলি চালায়। এতে বিএসএফের গুলিতে মুনতাজ আলী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এলকাবাসিরা বলেন দিনগত রাত ১২ টার দিকে ৪ টি মহিষ নিয়ে আসছিলো।ইতিমধ্যে ৩ টি মহিষ বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে একটা মহিষ নিয়ে আসতে গিয়ে বি এস এফ তার লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।গুলিতে তার বুকের উপর লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মুনতাজ আলী। তার মৃত্যর সংবাদ গ্রামে পৌছালে স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ বাতাস।

এ ঘটনায় ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাবিন মুখার্জী জানান,৯ অক্টোবর রোববার সকাল ১০ টায় ৩ এস পিলারের নিকট থেকে বি এস এফ’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশী এক মহিষ ব্যবসায়ীর মরদেহ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ সদস্যরা। অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানায় বিএসএফ সদস্যরা ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান একটি গুলিবিদ্ধ মহিশ সহ মুনতাজের লাশ বিএসএফ সদস্যরা উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি, তবে মুনতাজের মরাদেহ বাংলাদেশে আনার আইনগত প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ঘটনাটি শুনেছি। আমরা বিএসএফ’র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে ৮ম

শ্রেনীর অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার, অপহরক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে প্রাইভেট পড়তে যাবার পথে ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রী অপহৃত হয়েছে। এ ঘটনায় মেয়ের পিতা মামলা করায় অপহরক এই গ্রামের মহাসিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেই সাথে স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং জবান বন্দি গ্রহণ করেছে বিজ্ঞ আদালত।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতিপাড়ার আশফাকুর রহমান মিন্টু মোল্লার মেয়ে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী রিয়া খাতুন ১ অক্টোবর বিকাল ৩টার দিকে প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে দোস্ত বাজারের দিকে যাচ্ছিলো। এসময় রিয়া বাজারের নিকটবর্তী ক্লিনিকের নিকট পৌছুলে এই পাড়ার ছানোয়ার হোসেনের ছেলে মহাসীন মিয়া (১৯) তার লোকজন নিয়ে মাইক্রোবাসে করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মহাসিনকে প্রধান আসামী করে ৫ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন।

মামলার অন্যআসামীরা হচ্ছেন খোদাবক্স মণ্ডলের ছেলে ছানোয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, ছানোয়ারের ছেলে মুস্তাক হোসেন, ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে শামীম হোসেন। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দামুড়হুদায় অভিযান চালিয়ে অপহরক মহাসিনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অপহৃত স্কুলছাত্রী উর্দ্ধার করতে সক্ষমত হয়।

গতকাল বুধবার অপহরক মহাসিনকে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাকে জেলহাযতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

অপর দিকে এ ঘটনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ আদালতের নিকট জবানবন্দি পেশ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই ফজলুর রহমান বলেন, গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ এবং স্কুলছাত্রীকে তার অভিভাবকের হেফাজতে দেয়া হয়েছে এবং মামলার বাকি আসামীমের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

[redacted]

[redacted]